কালের কণ্ঠ

তারিখ ২৬ DEC 2017
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

ঈশ্বরগঞ্জের আঠারবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা লঙ্ঘন

আঞ্চলিক প্রতিনিধি, ময়মনসিংহ ▷

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনবল কাঠামোসংক্রান্ত পরিপত্র (২০১৩ সালের ২৪ মার্চ) অনুযায়ী, মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগের সুপারিশ করা যাবে না। এ নির্দেশনা মানছে না ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার আঠারবাড়ী এমসি (মহিম চন্দ্র রায় চৌধুরী) উচ্চ বিদ্যালয়।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির অভিভাবক সদস্য মো. আতিকুর রহমান বলেন, গত বছরের জুলাইয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির এক সভায় প্রধান শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। ১৭ জুলাই জাতীয় দৈনিকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ১৮ জনের আবেদনপত্র জমা পড়ে।

কমিটির আরেক সদস্য মো. নজরুল ইসলাম বলেন, আবেদনপত্র জমা পড়ার পর থেকে একটি চক্রের তৎপরতা দৃশ্যমান হয়। নিয়োগ পাওয়ার জন্য টাকা-পয়সা লেনদেনের অভিযোগ প্রকাশ হয়। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করে কমিটির সভাপতি আমিন ইউ এইচ সিদ্দিকীর কাছ থেকে সদুত্তর পাওয়া যায়নি। পরে তাঁরা দুজন ময়মনসিংহের তৃতীয় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে মামলা করেন। এ মামলায় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, কমিটির সভাপতি ও সদস্যসহ সাতজনকে মূল বিবাদী এবং অন্য দুজনকে মোকাবেলা বিবাদী করা হয়। প্রাথমিক শুনানির পর বিবাদীদের কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠান আদালত। এতেও নিয়োগ প্রক্রিয়া থামেনি। এরপর ময়মনসিংহ জেলা জজ অবকাশকালীন আদালতে দ্বিতীয়বারের মতো আবেদন করা হয়। আদালত গত ১৪ ডিসেম্বর ফের বিবাদীদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেন। এর পরও সভাপতি নিয়মবহির্ভূতভাবে নিয়োগের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিবাদীদের একজন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ছফিউল্লাহ সরকার বলেন, 'মামলা হয়েছে শুনেছি। এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না।'

আরেক বিবাদী ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. শফিকুল আলম বলেন, 'কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দিয়েছি। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী বছরের ১৯ মার্চ।' মামলা নিষ্পত্তি না করে তড়িঘড়ি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি সভাপতি ভালো বলতে পারবেন।'

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি আমিন ইউ এইচ সিদ্দিকী বলেন, 'আদালত কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি। তা ছাড়া কমিটির সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামত নিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। শুধু দুজন বিরোধিতা করছেন। তাঁদের রাগ ও ক্ষোভের জন্য বিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ থাকা ঠিক নয়।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঈশ্বরগঞ্জ ও নান্দাইলের দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক জানান, নিয়োগ নিয়ে মামলা থাকলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে কোনো প্রতিনিধিকে পরীক্ষার দিন বিদ্যালয়ে পাঠানো হয় না।